দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

034

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম—১

নতুন বিদ্যালয়ের অনুমতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিধি মানা হচ্ছে না

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নতুন বিদ্যালয়ের অনুমতি প্রদান, বিভিন্ন পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রদের বেআইনীভাবে উত্তীর্ণ ঘোষণা, বিভিন্ন মুদ্রণ কাজে কোন নিয়ম নীতি না মানা এবং দীর্ঘদিন একই পদে চাকরি সত্ত্বেও

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভাগ-বদলী না করা এই বোর্ডে স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোর্ডের কর্মচারী ছাড়াও শহরের সচেতন নাগরিকরা এসব অভিযোগ করেছেন।

প্রতি বৎসর বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কিছু জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে অনুমতি প্রদান করে থাকে। এছাড়া কিছু নতুন উচ্চ বিদ্যালয়কেও অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি ও সূচনা অনুমতি পাওয়ার শর্ত পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও এ বোর্ডের আওতাধীন অনেক নতুন বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বোর্ড অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সচিবের একাডেমিক ফাংশন থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র জনৈক উপ-পরিদর্শকের নোটের উপর ভিত্তি করে অনেক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীর সূচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারী বিদ্যালয়কে ৩ হতে ৮ বছর মেয়াদে স্বীকৃতি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই মোটা অঙ্কের বিনিময়ে ভুয়া বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

একটি উদাহরণ

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গুয়াপঞ্চক হাই স্কুল নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি পাঠানো হলে ডাক বিভাগ 'হেড মাস্টার এবং সহকারী শিক্ষক কেউ স্কুলে আসে না কারণ গুয়াপঞ্চক হাই স্কুলে কোন ছাত্র ছাত্রী নেই। স্কুল সব সময় তালা মারা থাকে' লিখে ফেরত পাঠিয়েছে। এ রকম উদাহরণ বিরল নয় বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এসব বিদ্যালয় হতে অন্যত্র ফেল করা এবং বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীরা বিরাট অঙ্কের বিনিময়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন

বোর্ডের চিঠি অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বছর ৩০ জুন বিলম্ব-ফী ছাড়া এবং ৩১ জুলাই এর মধ্যে বিলম্ব ফীসহ নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন দাখিলের নির্দেশ রয়েছে। এরপরে দাখিলকৃত কোন রেজিস্ট্রেশন গ্রহণযোগ্য হবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অথচ কুমিল্লা বোর্ডে পরে দাখিলকৃত অনেক রেজিস্ট্রেশনও গ্রহণ করা হয়েছে। কুমিল্লা অজিত গুহ কলেজের ১৯৮৭ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ফরম বোর্ডের নির্ধারিত তারিখে দাখিল না করায় ঐ কলেজের নামে ১৮ হাজার টাকা বিলম্ব ফী ধার্য করা হয়।

বোর্ড অর্ডিন্যান্স অনুসারে বোর্ড সদস্যদের মতামত ছাড়া চেয়ারম্যান কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও বোর্ডের চেয়ারম্যান অজিত গুহ কলেজের বিলম্ব ফীর টাকা মওকুফ করে দিয়েছেন। অজিতগুহ কলেজের অধ্যক্ষ প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছে টাকা মওকুফের আবেদন করলে বোর্ড বিধি বহির্ভূত বিধায় প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিলম্ব ফী মওকুফ করেননি। বোর্ডের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, 'বোর্ডে একবার টাকা জমা হলে বা অতিরিক্ত কোন টাকা জমা হলে তা ফেরত দেয়া যাবে না এবং ধার্যকৃত কো ফী মওকুফ করা যাবে না।' অথচ বর্তমান চেয়ারম্যান তা মওকুফ করে পরবর্তীতে তা বোর্ডের সভায় উত্থাপন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বা করেছেন। রেজিস্ট্রেশন না থাকা, যথাযথ টি, সি'র মাধ্যমে বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় পরিবর্তন না করা, কোন কাগজপত্র বা নম্বর পাওয়া না গেলে বোর্ডের বিধি অনুযায়ী ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। পরে কাগজপত্র পাওয়া গেলে ফলাফল মুক্ত করা হয়। যথাযথ কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পরীক্ষা কমিটি ও শৃঙ্খলা বিধান কমিটির মাধ্যমে বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে পরীক্ষা বিধি অনুসারে ব্যবস্থা নেয় বা ফলাফল বাতিল করে। ১৯৮৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ রকম প্রায় সাড়ে ৭শ' ফলাফল বাতিল করা হয়। অথচ তৎকালীন চেয়ারম্যান কতিপয় নন গেজেটেড কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে অনেক বাতিলকৃত ফলাফল মুক্ত করেন।